Vol. 43 | No. 1 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আরবি সাহিত্যে নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

Volume	43
Issue	1
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ নুরুল হক
Published online	October 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v43i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i1.4
Pages	59-68
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আরবি সাহিত্যে নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মোঃ নুরুল হক*

আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আধুনিকতার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই। আরবি নাটকের সৃষ্টি হয় আধুনিক আরবি কবিতা ও গদ্যরীতির পরে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই আরব জগৎকে নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে এবং এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটে আধুনিক আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এবং সেই স্বাধীনতার চেতনাসঞ্চারী উন্মেষ থেকেই সৃষ্টি হয় আরবি নাট্যসাহিত্য।

আরবি সাহিত্যে নাটকের প্রচলন হয়নি ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত।[১] বণিক-পর্যটকদের মাধ্যমে সামান্য কিছু নাটকের আমদানি হলেও তা ধর্মীয় দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ থাকায় রক্ষণশীল আরব সমাজে অভিনীত হতে পারত না। মিশর বিজয়ী নেপোলিয়নই প্রথম মিশরে অভিনয় ও রঙ্গালয়ের সূচনা করেন। অভিযানের পর সৈনিকদের মধ্যে আনন্দ দানের জন্য তিনি মিশরে থিয়েটার বা রঙ্গালয় আমদানি করেন। কিন্তু তাঁর এই থিয়েটার তখনকার মিশরের জনগণের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। এজন্য দেখা যায় তাঁর বিদায়ের সাথে সাথে ওরও পরিসমাপ্তি ঘটে। সুয়েজখাল খননকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর ১৮৬৯ সালে খেদিব ইসমাইল পাশা একটি নাট্যশালা রাষ্ট্রীয়ভাবে জাঁকজমকের সাথে উদ্বোধন করেন। সেই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে তিনি পাশ্চাত্যের তৎকালীন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইউরোপীয়দের অনুসরণে একটি নাট্য অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন আজবেকীয়া উদ্যানে এবং তিনি উক্ত নাট্যালয়ের উদ্বোধন করলেন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।[২] তৎকালীন ইউরোপীয় বণিক শিল্পী ও নাট্যকারগণ সুয়েজখালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে "আইদা" নামক একটি ফরাসী নাটক (মঞ্চস্থ) অভিনয় করেছিলেন।[৩] এর ফলে মিশরের যুবক-যুবতীদের মনে নাটক লেখা এবং অভিনয়ের প্রতি গভীর অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। আজবেকীয়া উদ্যানের অপর প্রান্তে একই সময় কমেডিয়া রঙ্গালয়টি স্থাপিত হয়। উল্লেখিত নাট্যালয় দুটির নির্মাণের সমস্ত খরচ সরকার বহন করে।

ইতিহাসের সূত্র থেকে জানা যায়, সিরিয়ার বিশিষ্ট সাহিত্যিক আল-আহদাব সর্বপ্রথম আরবি নাটক রচনা শুরু করেন।[৪] তিনি নাটক রচনা করেন ঐতিহাসিক ঘটনা ও ইতিহাসখ্যাত রাজা বাদশাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে; তাঁর রচিত বিশটি নাটকের মধ্যে ইসকান্দার (আলেকজান্ডার), *ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালেক আবুনুয়াস, ইবনে জায়দুন* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক নেভীল বারবারের মতে, আরবি ভাষায় প্রথম নাটক রচয়িতা হলেন মিশরের আবুনাদারা ইয়াকুব ইবনে রাফাইল বানু।[৫] তিনি ১৯১২ সালে মারা যান। আবু নাদারা একজন পণ্ডিত

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইতালিতে লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং মিশরীয় একটি স্কুলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর অবসর সময় আরবি ও ইতালি ভাষায় রচিত অনেকগুলো নাটক ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়েছিল। তাঁর রচিত আরবি নাটক বৈরুতে ছাপা হয়[৬] (১৯১২ খ্রীঃ)। তাঁর মতে, তিনিই একমাত্র নীল নদের থিয়েটার প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তী সময়ে মিশরীয় খেদিব পাশার অসহযোগিতার কারণে মিশর ত্যাগ ছাড়া তাঁর আর বিকল্প ছিল না।

কোন কোন আরবি সাহিত্যিকের মতে বৈরুতের খ্রীষ্টান নাট্যকার মারুন লাক্কাশাই (১৮১৭-৫৫) আরবি নাটকের প্রচলন করেন[৭] সর্বাগ্রে। তিনি বৈরুতের সীদনে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তুর্কি, ফরাসি ও ইতালি ভাষায় তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। জীবনের প্রথম পর্যায়ে শিল্প ও সুর সংগীতে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ সর্বপ্রথম মিশরে পদার্পণ করেন। তারপর তিনি ইতালি যান এবং সেখানে অবস্থানকালে কয়েকটি নাটক আরবিতে অনুবাদ করেন তিনি আরবি ভাষায় প্রথম নাটক আল-বাখাল রচনা করেন। অতঃপর তিনি বৈরুতে প্রত্যাবর্তন করেন। নাটকটি ১৮৪৮ খ্রীঃ তাঁর নিজ গৃহে বিরাট এক সুধী সমাবেশের উপস্থিতিতে সফলতার সাথে অভিনীত হয়।[৮] এ সফলতা তাঁর নাটক রচনায় মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এছাড়াও তাঁর আর একটি নাটক *আবুল হাসান (মুগাফফাল)* বা হারুনুর রশীদ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৮৫০ খ্রীঃ তাঁর নিজগৃহে এ নাটকটিও অভিনীত হয়েছিল। তিনটি অংকে এটি সমাপ্ত। *আল-সলিতুল হুসুদ* নামক তাঁর তৃতীয় নাটকটিও তিন অংকে সমাপ্ত। ১৮৫৫ খ্রীঃ ত্বরতুনে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ফরাসী নাট্যকার মোলের অনুসরণে তিনি মিলনাত্মক নাটক রচনা করেন। *আলফ লাই লাতু ওয়া লাইলাহ* এর কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি নাটক তিনি রচনা করেন। বিচিত্রধর্মী কাহিনীর সংগে সিরিয়ার সামাজিক জীবন-চিত্র বিকশিত করে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় এভাবে সিরিয়াবাসীগণ নাটকের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। তখন সিরিয়ায় "মাসারিহুল আমাহ" "মাসারিহুল কুবরা", "মাসারিহ" ইত্যাদি নামক কতগুলো নাট্যালয় তৈরি হয়। কাসিম আমীনের "নতুন নারী" "নারীমুক্তি"এবং সাদুল্লাহ আল-বুস্তানীর কাব্যনাট্য আরব সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সিরিয়ার নাট্যকারদের দ্বারা মিশরে নাট্যসাহিত্যের প্রচলন হয়েছিল। এক্ষেত্রে মারুন নাক্কাশের ভ্রাতুষ্পুত্র সলীম নাক্কাশের অবদান অনস্বীকার্য। সলীম নাক্কাশ (মৃত্যু-১৮৮৪ খ্রীঃ) এবং তাঁর বন্ধু আদীব ইসহাক (মৃত্যু ১৮৮৫ খ্রীঃ) এবং নামকরা অভিনেতা ও সুরকার ইউসুফ আল-খাইয়াতুসহ একটি যাত্রাদল নিয়ে মিশরে গমন করে একটি রংগমঞ্চে কয়েকটি নাটক অভিনয় করেন। আদীব ইসহাক ও সলীম ন্বাশ ইউরোপীয় নাটক *আন্ড্রমেরা ফেজর চালমেন* এবং *জেনোরিয়া* নাটকগুলো আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন।[৯]

আল-খাইয়াত নিজ যাত্রাদলসহ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে খেদিব ইসমাইল পাশার সাথে দেখা করেন। ইসমাইল পাশার অনুমতিক্রমে মিশরে রঙ্গমঞ্চে তাঁর রচিত প্রথম নাটক *আজ জুলুম* মঞ্চস্থ হয়।[১০] ইসমাইল পাশা নাটকটি পছন্দ করেননি এবং যাত্রাদলসহ ইউসুফ খাইয়াতকে মিশর থেকে

তাড়িয়ে দেন। এরপর ১৮৮২ খ্রীঃ পর্যন্ত মিশরীয় নাট্যমঞ্চ বন্ধ থাকে।[১১] *মুরুওয়াওয়াল ওয়াফা* নামক নাটকটি ১৮৭৮ খ্রীঃ বৈরুতে মঞ্চস্থ হয়।[১২] তওফীক খেদীব ১৮৮৮ খ্রীঃ মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিরিয়ার বিখ্যাত অভিনেতা সুলায়মান কুরদাহী নাটক মঞ্চস্থ করার অনুমতি লাভ করার পর তাঁর বন্ধু শায়খ সালমা হিজাযীকে নিয়ে যৌথভাবে নাট্যসাহিত্যের প্রসার ঘটাতে চেষ্টা করেন। আবদুল্লাহ নাদীম, সলীম, নাক্কাশ প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতের নেতৃত্বে আলেকজান্দ্রিয়াতে নাট্য আন্দোলন শুরু হয়। কড়া মুসলিম সংস্কারক আবদুল্লাহ নাদীম *আল-ওয়াতান* এবং *আল-আরব* নামক দুটো নাটক রচনা করেন। নাটক দুটো রচিত হওয়ার ফলে আরব যুবক-যুবতীদের মধ্যে নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময়ে নাটক রচনার ক্ষেত্রে 'তানিউস আবদুহু, ইলিয়াস ফাইয়াজ, আমীন হাদ্দাদ, খলীল ইয়াজিব প্রমুখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। খলিল ইয়াজিব রচিত *আল-আমান ওয়াল আমীন* নামক নাটকটি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য নাট্যশিল্পীদের কিছু নাটক আরবিতে অনুবাদ করা হয়। এ অনুবাদের ফলে আরব দেশের পাঠক-পাঠিকা এবং দর্শকগণ নাটকের কলা-কৌশল এবং টেকনিক সম্পর্কে অবহিত হয় এবং ইউরোপীয় সমাজজীবনের সাথে পরিচয় লাভের সুযোগ পায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আহমদ আবু খলিল কাববাণী আধুনিক নাটক রচনা শুরু করেন। তিনি ইসকান্দার ফারাহকে দামিশক থেকে মিশরে নিয়ে আসেন এবং বিশেষ পদ্ধতিতে নাটক রচনা করেন। তার রচিত নাটকে আরবজাতির গৌরবময় ইতিহাসের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি নাটকে কোন কোন সময়ে সংগীতেরও অবতারণা করেছেন। তিনি নিজেই সুর সংযোজন এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর নাটকসমূহের মধ্যে *নাকিরুল জামিল আনতারা, কাউকাবান, লুসিয়া, আমির মাহমুদ নাজাল, শাহ আজিম* ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। যে সকল নাট্যকার মূল নাটক লিখে এবং অন্য ভাষার নাটক অনুবাদ করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সুনাম অর্জন করেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে দেওয়া হলো : ১। মুস্তফা কামেল (মৃত্যু - ১৮৯২); ২। আবদুল্লাহ ফিকরী (মৃত্যু - ১৯০২); ৩। শায়খ সালমা (মৃত্যু - ১৯১৭)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক পর্যন্ত সময়ে আরবি সাহিত্যে কিছু নতুন বিষয়ের সূত্রপাত হয়। কিন্তু আরবি নাটকে নতুন ধারার প্রবর্তন লক্ষ্য করা যায় মাত্র বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। তখন আরব বিশ্বে নাটককে কেন্দ্র করে বহু কোম্পানি গড়ে উঠেছিল। তারা বিশেষ ঋতুতে এবং বিশেষ সময়ে যাত্রা, অপেরা এবং নাটক মঞ্চস্থ করে টিকেটের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের প্রয়াস পায়। এ সময়ে *রামসেস* নাট্যগোষ্ঠী সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে খুবই পরিচিত ছিল। ইউসুফ ওহাবী ১৯২৮ খ্রীঃ হাজার হাজার সিরিয়াবাসীর জীবিকার স্বার্থে তাদের আর্জেন্টিনায় নিয়ে যান। ১৯৩২ খ্রীঃ বেশ কিছু নাট্যদল তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, পালেস্টাইন ও ইরাকে গড়ে ওঠে।[১৪]

মুহাম্মদ তাইমুর কথ্যভাষায় ৪টি নাটক লিখেছেন।[১৫] নাটকগুলো তাঁর মৃত্যুর পর সুনাম অর্জন করে। *আল-উস্তফুর ফিল ক্বাফাস*[১৬] নামক প্রথম নাটক ১৯১৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় (তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত কমেডি নাটক),[১৭] *আবদুস সাত্তার ইফিন্দি* প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৮ খ্রীঃ (চার অধ্যায়ে সমাপ্ত

কমেডি নাটক), *আল ইশরাতুত ত্বীবাহ* (চার অধ্যায়ে সমাপ্ত) এবং *আল হাবিয়াহ* ৪র্থ নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯২১ খ্রীঃ।[১৮] এই নাটকটি তাইমুরের মৃত্যুর চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯২১ খ্রীঃ ১৬ই এপ্রিল বুধবার হাদিকাতুল আজকিয়ায় মঞ্চস্থ হয়। তার রচিত প্রত্যেকটি নাটক আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় রচিত।[১৯]

ইংরেজি নাটকের অনুবাদ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত।[২০] আর এ সময়ে যে সমস্ত নাটক অনূদিত হয়েছিল তার মধ্যে অধিকাংশ ছিল শেক্সপিয়ার রচিত। যদিও তখন মিশরবাসীগণ শেক্সপিয়ারকে চিনতেন না তথাপি তাঁর রচিত নাটক *হ্যামলেট, ওথেলো* প্রভৃতি মিশরের সচেতন জনগণের নিকট অতি পরিচিত ছিল। *ইসমাইল যাকীব্বেক* ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আটটি নাটক আরবিতে অনুবাদ করেন।[২১]

ইসমাইল আফিন্দি মুনইম *আলা মাসরাহিত্তামছিল* নামক ১২০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রচনা করেন। তাতে তিনি শেক্সপিয়ারের ৭টি নাটকের সার সংযোজন করেন। যেমন : ১। জুলিয়াস সিজার, ২। রোমীও জুলিয়েট, ৩। ম্যাকবেথ, ৪। হ্যামলেট, ৫। ওথেলো, ৬। কোরিও লিমেন্স, ৭। কিং লিয়র।[২২] শেক্সপিয়ারের রচিত নাটক *ওথেলো* সুলায়মান আফিন্দি আল ফুরদাহীর অনুপ্রেরণায় অনূদিত হয় এবং মিশরীয় নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়। *রোমিও জুলিয়েট* অনুবাদ করেন নাজীব হাদ্দাদ ইসকান্দার ফারহার অনুপ্রেরণায় ফরাসি ভাষা হতে। তানিউস আবদুহু অনুবাদ করেন *হ্যামলেট*। *ম্যাকবেথ* অনুবাদ করেন কাজী মোহাম্মদ আফাত বেক।

খলিল আফিন্দির অনুরোধে খলিল মাতরান অনুবাদ করেন *ম্যাকবেথ, হ্যামলেট* এবং *ওথেলো*। এরপর খলিল মাতরান *মার্চেন্ট অব ভেনিস*, কিং, রিচার্ড দি থার্ড ও *জুলিয়াস সিজার* নিজের উদ্যোগে অনুবাদ করেন।[২৩]

জুলিয়াস সিজার ও *হ্যামলেট* অনুবাদ করেন উস্তাদ সামীল জাতিদিনী। ছাত্রদের পাঠের সুবিধার জন্য আবদুল ফাত্তাহ অনুবাদ করেন *ম্যাকবেথ* ও *অষ্টম হেনরী*।[২৪]

ইয়াকুব থুউল নামক ইয়হুদী নাট্যকার মিশরে অনেকগুলো নাটক রচনা করেন। এছাড়া কমেডী নাটক রচনা করেন জুরজ আবইয়ায, নাজিব রাইহানী প্রমুখ পণ্ডিত। তাঁরা কমেডি নাটক রচনায় সুনাম অর্জন করেন।

ফারাহ আনতুনের রচিত সালাউদ্দিন নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রীঃ।[২৫] ইবরাহীম রমযীর মৌলিক ও অনূদিত অনেকগুলো নাটক প্রকাশিত হয়। তার আবত্তানুল মানস্বরা নাটকটি যদিও ১৯১৫ খ্রীঃ রচিত হয় কিন্তু তা ছাপা হয় ১৯৩৯ খ্রীঃ।[২৬]

এসময়ে আরও অনেকে আরবি নাটক রচনায় এগিয়ে আসেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : ১। হুসাইন রমযী; ২। আব্বাস সালাম; ৩। শাওফী; ৪। জীবরান খলিল জীবরান (১৮৮৩-১৯৩১); ৫। খলিল মাতরান (১৮৭১-১৯৪৯)

১৯২৪ খৃঃ জাকি ইফিন্দি নামক একজন নাট্য অভিনেতা ও পরিচালক সরকারি খরচে চার বছরের জন্য প্যারিসের ওয়েনে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যান। তিনি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পর মিশরে

ফিরে আসেন এবং তৎকালীন সরকারের নিকট একটি নাট্য শিল্প একাডেমী স্থাপনের অনুরোধ জানান। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর সৌজন্যে একটি একাডেমী স্থাপিত হয়। সেটা নাটক রচনায় এবং নাটক অভিনয়ের জন্য জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে। এই একাডেমীতে নাট্য সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের উপর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। এখানে নাট্যসাহিত্যের নানা বিষয়ে ডঃ ত্বহা হোসেন এবং আরবি সাহিত্য সম্পর্কে ডঃ আহমদ জারিফ ভাষণ দিতেন। এই একাডেমীতে নারী এবং পুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যবস্থা থাকায় ১৯৩১ খ্রীঃ নতুন শিক্ষামন্ত্রী এটি বন্ধ করে দেন।[২৭]

নাট্যশিল্পে জনগণকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ১৯২৫ এবং ১৯৩২ খ্রীঃ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নাট্য প্রতিযোগিতা হয়। বিশেষ করে ১৯৩২ খ্রীঃ প্রতিযোগিতায় ১৪৩টির মত নাটক জমা হয়েছিল।[২৮] প্রতিযোগিতায় মুহাম্মদ রশীদ হাফিজ রচিত "সামিরা" নামক নাটকটি প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব লাভ করে এবং তিনি পুরস্কার বাবদ পেয়েছিলেন ১০০ গিনি।[২৯]

সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নাট্যসাহিত্য এসময়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। ১৯৩২-৩৩ খ্রীঃ শুধুমাত্র কায়রোতেই নাট্য বা রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা দাঁড়ায় কমপক্ষে ১২/১৩টিতে। যেমন– ১। প্রিন্টানিয়া থিয়েটার; ২। আরবরিহানী থিয়েটার; ৩। অপেরা হাউজ; ৪। রামসেস থিয়েটার; ৫। ম্যাসিটক থিয়েটার; ৬। মীদান বালু হাদীদ।[৩০]

এ সময়ে বিভিন্ন ধরনের নাটক রচিত হয়। রোম্যান্টিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনায় উৎসাহ দেখা হয় প্রচুর। নাটকগুলো ছিল প্রাচীনকাহিনী অবলম্বনে রচিত।

আধুনিক নাটক রচিত হয় সাধারণত অভিজাত পরিবারের মহিলাদের বিভিন্ন ঘটনাকে নিয়ে। যেমন- আধুনিক নারীরা স্বামীকে গুরুত্ব দেয়না। নাটকের প্রথম অংকে দেখা দেয় নায়িকা সবার নিকট ঘৃণার পাত্র আবার দ্বিতীয় অংকে দেখা যায় সে হয়তো কোন মারাত্মক রোগে বা অগ্নিতে পুড়ে মারা যায়।

সাধারণ নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১। সাসিয়া ২। ফাতিমা ৩। সারিয়াতুল মারআ।[৩১] নাটকগুলোর অনেকগুলি ছিল কল্পনাপ্রসূত: যেমন *বুলবুল হাওয়ানিয়া*[৩২]। বাস্তব ঘটনা এবং সংলাপের উপরে রচিত হলো "আল-আসানীয়"।[৩৩] এটি একজন কৃপণ বিত্তশালী লোকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। তিনি পূর্বে দু'জন স্ত্রী পরিত্যাগ করেছেন এবং বর্তমানে একজন স্ত্রী থাকার পরে আর একজন কুমারীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কাল্পনিক নাটক *আহলু কাহফের* রচয়িতা হলেন বিখ্যাত কথাশিল্পী তওফিকুল হাকিবুল। ১৯৩৩ খ্রীঃ মিশরের সাহিত্য জগতে নাটকটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্যারিসে যখন তিনি ছিলেন তখন তিনি *নারীর স্বাধীনতা* নামক একটি কমেডি নাটক এবং *আলীবাবা* নামক অন্য একটি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনা করেন। তিনি সেখানে থাকতেই রচনা করেন *আহলুল কাহাফ* নামক আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটকটি।[৩৪]

উস্তাদ মুহাম্মদ লুত্বফী মনস্তাত্ত্বিক নাটক লেখায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন হলো কালো চুল *মারআতা* এবং তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটক হলো *না ইরুন*।[৩৫]

আহমদ শাওকিই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সর্বপ্রথম আরবি ভাষায় কাব্যনাটকের প্রবর্তন করেন। প্রথমদিকে তিনি অবশ্য নাটক রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তিনি যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেন।

তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে *ক্লিওপেট্রা* (কায়রো ১৯২৯), *কামবীজ* (কায়রো-১৯৩১), *মজনু লাইলা আনতারা* (১৯৩২) *আলীবে আল কাবায়* (কায়রো ১৯৩২) এগুলো কাব্যনাট্য এবং তার একমাত্র গদ্য নাটক ছিল[৩৬] *আমীরাতুল আন্দুলুস* (কায়রো ১৯৩২)।

তাঁর বিখ্যাত নাটক *লাইলী মজনু* দুজনের অমর প্রেম কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই নাটকটি উমাইয়া যুগের ইতিহাসের আলোকে রচিত। নাটকটির প্রথম তিনটি অংকে লাইলীকে দেখানো হয়েছে একজন প্রেমপ্রার্থী সুশীলা কুমারীর ভূমিকায় এবং চতুর্থ অংকে একজন বিবাহিতা রমণীর ভূমিকায় আর শেষ অংকে রয়েছে তার মৃত্যুর দৃশ্য।[৩৭]

লাইলী মজনুর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে অবশ্য আরো অনেকে নাটক রচনা করেন। তজী-আরবায়ী নামক প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এ নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ মিশর হতে তা প্রকাশিত হয়।

এছাড়া শওকীর অন্য নাটক হলো :

১। কামবীজ : এ নাটকটি প্রাচীন যুগের ইতিহাসকে অবলম্বন করে রচিত;

২। ক্লিওপ্রেট্রা : যা প্রাচীন মিসরের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত;

৩। আলীবে আল কাবীর : এটি সামাজিক নাটক যা ইসলামী যুগের রাজা বাদশাহদের ঘটনা সম্পর্কিত।

৪। *আনতারা* তিনি এ নাটকে জাহেলী যুগের অন্যতম কবি আনতারার সংগ্রামী জীবনের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন এবং তিনি এতে তখনকার আরব সমাজব্যবস্থার জীবন্ত ছবি এঁকেছেন।[৩৯] এতে যাবরা ও দাহিসের যুদ্ধে আনতারার বিজয়ের কাহিনী তাকে একজন বীর পুরুষের সারিতে পৌঁছে দেয়। এছাড়া আনতারার বিবাহের দৃশ্যটিও উপভোগের বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। আহমদ শাওকী বিরচিত *আনতারা* নাটকটি আরবী নাট্যসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

অবশ্য পরবর্তী সময়ে তাঁর কাব্যনাট্য সম্পর্কে সমালোচকগণ বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন। ডঃ ত্বহা হোসেন তাঁর রচিত *আল-আদীব* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আরবি কাব্যনাটকের এখনও শিশুকাল। দর্শক এবং সাধারণ পাঠকদের স্বার্থের দিক চিন্তা করলে এগুলো গদ্যরীতিতে রচিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। অবশ্য সে সময়কার একজন বিশিষ্ট সমালোচক ও লেখক আজীজ আবাজা এ মন্তব্যের উত্তরে বলেছেন, যেহেতু পাশ্চাত্য এবং বিশ্বের অন্যান্য ভাষার কাব্যরীতিতে এ ধরনের নাটক রচিত এবং মঞ্চস্থ হয় তাই আরবি ভাষায় এ রীতিতে নাটক রচিত হওয়া দোষের নয়। আজীজ

আবাজা নিজেও অনেক কাব্যনাটক লিখেছেন। তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক *গুরুবুল আন্দালুস*।[৪০] তার সময়কার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সাদুল্লা আল-বুস্তানীও কাব্যনাটক লিখেছেন।

খলিল জীবরান (১৮৮৩-১৯৩১) একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। তিনি যদিও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী তবু তাঁর রচনার প্রায় সর্বত্রই মুসলিম দর্শন স্থান লাভ করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে *ইরামু যাতিল ইমাদ* নাটকটি মুসলিম দর্শনের ভিত্তিতে রচিত শিল্পকর্মের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন স্থান। তিনি নাটকের ভূমিকায় কোরআনের অনেক আয়াতও উদ্ধৃত করেন।[৪১]

খলিল মাতরান (১৮৭১-১৯৪৯) আধুনিক আরবি সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোট গল্প তথা আধুনিক সাহিত্যের সবগুলো শাখায়ই তিনি ত্বহা হোসাইনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিশিষ্ট আরবি সাহিত্যিক খলিল আফিন্দির বিশেষ অনুরোধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে শেক্সপিয়ারের অনেকগুলো নাটক অনুবাদ করেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি ফরাসি নাট্যসাহিত্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। এবং ভিকটর হুগো বিরচিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাটক অনুবাদ করেন।[৪২]

আরবি নাটকের উন্নতিকল্পে তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ মিশরের জাতীয় নাট্য সমিতির সভাপতির পদটিও অলংকৃত করার সুযোগ তিনি লাভ করেন। অনেক তরুণ সাহিত্যিক তাঁর সংস্পর্শে এসে নাটক লেখার ব্যাপারে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হন।[৪৩]

তাঁর রচিত কাসীদাধর্মী নাটক *আল জানিনুশ শহীদ* এবং *ফুতাতুল জাবালিল আসওয়াদ* অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও খুবই প্রসিদ্ধ এবং এ দুটোই ট্রাজেডি নাটক। এদের মধ্যে *আল জানিনুশ শহীদ* একজন অনাথ যুবতীর করুণ ট্রাজেডি। একজন যুবক প্রেমের ছলনায় তার সাহচর্য লাভ করে। যখন যুবতী গর্ভবতী হয় তখন নিষ্ঠুর স্বার্থপর যুবক তাকে ফেলে উধাও হয়। এতে অনাথ যুবতী মর্মাহত হয় এবং মানুষের সমালোচনা ও শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মনের দুঃখে সদ্যপ্রসূত সন্তানকেও হত্যা করে। এজন্য শোকে এবং দুঃখে তার হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। এজন্য এ নাটকটি মর্মস্পর্শী হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। খলিল মাত্বরান বিরচিত অপর নাটক *ফুতাতুল জাবালিল আসওয়াদ* নাটকের নায়িকার মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। সে জন্য একজন মহিলা হয়েও নায়িকা নিজেকে পুরুষের পোষাকে সজ্জিতা করে তার প্রিয় মাতৃভূমির পক্ষে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ নাটকটিকেও উপভোগ্য এবং মর্মস্পর্শী বলা যেতে পারে।[৪৪]

বিশিষ্ট নাট্যকার ও সাহিত্যিক খলিল মাতরান যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন ডঃ ত্বহা হোসাইন একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি তাকে উদ্দেশ্য করে লিখেন যা অবশ্যই তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বলা যায়। "সবাই আজ আপনাকে এবং আপনার কবিতাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি যে দিন থেকে আপনাকে চিনেছি মনপ্রাণ দিয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা করে এসেছি"।[৪৫]

আধুনিক আরবি সাহিত্যের একজন যুগান্তকারী প্রতিভা হিসেবে ডঃ ত্বহা হোসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩) স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আরবি সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি যে সমস্ত নাটক রচনা করেন তন্মধ্যে *জহুরুল ইসলাম* সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয়। তিনি তাঁর নাটকে অন্ধকারাচ্ছন্ন আরব দেশে শান্তির বাহক নবী করীম (সঃ)-এর আগমন প্রসংগে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ

এবং চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। কাব্যনাটকেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কাব্যনাটকের উপর তিনি একটি সুন্দর এবং বাস্তবমুখী সমালোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৬]

আরবি নাট্যসাহিত্যে মিশরের তওফিকুল হাকীমেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সংখ্যার দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও তাঁর রচিত নাটক অনেক বেশি ছিল এবং যথার্থ সার্থক নাটক হিসেবেও তার নাটকগুলি জনসাধারণের নিকট খুব সমাদৃত ছিল। একজন ছোটগল্প লেখক হিসেবেও তাঁর বেশ সুনাম রয়েছে। এতদসত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবেও তওফীকুল হাকীমের নামটি অধিক পরিচিত। শিক্ষাবিদ ডঃ সাজ্জাদ হোসাইনের মতে, "বিংশ শতাব্দীতে মিশরের তওফীকুল হাকীম একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত।[৪৭] তার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলোর মধ্যে *মুহাম্মদ* (১৯৩৬), *আহলুল কাহাফ* (১৯৫৩), *শাহারযাদ* (১৯৫২), *হিমারুল হাকিম* (১৯৫২) প্রভৃতি খুবই সুপরিচিত।

তাঁর বিরচিত *মুহাম্মদ* নাটকটিতে প্রিয় নবী করীমের (সঃ) পূর্ণাংগ জীবন সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভুল করেননি। রসূলে করীমের (সঃ) সংলাপে তথ্যবহুল হাদীস সংগ্রহ খুব কঠিন ব্যাপার। এ দুরূহ কাজটি তিনি কৃতিত্বের সাথেই সমাপ্ত করেন। এছাড়া এতে তিনি কোরআনের আয়াত সংযোজন করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মন জয় করেন।[৪৮]

তাঁর বিরচিত *শাহরযাদ* (১৯৫২) নাটকটিও আরবি সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ। তদ্রূপ তখনকার তরুণ কথা শিল্পীদের মাঝে রিফাত আল মাহিযুর-এর রচিত *বিজালুন ফি মালাবিস বায়যাই, মুহাম্মদ আবদুল গনির* হুমরুল কায়েস আবদুল্লাহ আবদুল জব্বারের *উম্মি,* আবদুল আতি জালালের *গুরুবুল আতলান্তিস* এবং মুহাম্মদ আওয়াদ ইব্রাহীমের *লাইলাতুস সানিয়াতা আশারাতা* প্রভৃতি নাটকগুলো সার্থক ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সমকালে আরবি সাহিত্যে নাটক স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণভাবে বিকশিত নয়। অবশ্য আরবি সাহিত্য সারা বিশ্বে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভে সমর্থ হয়েছে। নাজীব মাহফুজ উপন্যাসে নোবেল পুরস্কার পেয়ে আরবি সাহিত্যকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. নিখিল সেন, *এশিয়ার সাহিত্য আরবী সাহিত্য,* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১), পৃ ২৭৫

২. নেভিল বারবার, *দি এ্যারাবিক থিয়েটার ইন ইজিপ্ট, বিএসও এস,* ৮ম খণ্ড (১৯৩৫-১৯৩৭), পৃ.১৭৫

৩. *ইজিপসিয়ান গেজেট,* (২৭ জুলাই ১৯৩৩), পৃ ৩৯

৪. উস্তাদ আলী আহমদ বাকতার, *মুহাজারাত ফি ফান্নিল মাসরিয়া* (কামালিয়া প্রেস, কায়রো, ১৯৫৮), পৃ ৮৭

৫. নেভিল বারবার, প্রাগুক্ত।

৬. আবু নাদারা ইয়াকুব ইবন রাফাইল সনু, *মুলইর মিসর অমা ইউকামীহ* (বৈরুত, ১৯১২), পৃ ৪০

৭. জুরুজী যায়দান, *তারিখু আদাবি লুগাতিল আরাবিয়া,* ৪র্থ খণ্ড, (দারুল হিলাল, তারিখ নেই, মিসর), পৃ ১৩৯

৮. হাসান যাইয়াত, *তারিখে আদাবে আরবী*, উর্দু অনূদিত গ্রন্থ, (লাহোর, ১৯৬১), পৃ. ৫৯৯

৯. নেভিল বারবার, প্রাগুক্ত।

১০. জুরজী যায়েদানের (*তারিখ আদাবিল লোগাতিল আরাবিয়াতে*) নাটকের নাম রয়েছে, *আল মজলুম*, কিন্তু হাসান যাইয়াতে (*তারিখে আদাবে আরবী* এবং *বি, এস, ও এস*, ৮ম খণ্ড) নাম করা হয়েছে, *আজ-জুলুম*।

১১. জুরজী যায়দান, *তারিখ আদাবিল লোগাতিল আরাবিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, তারিখ নেই, পৃ ১৪১

১২. নাটকটি ১৮৮৪ খ্রীঃ বৈরুতের আদাবীয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। খলীল আল-ইয়ামিজী এ নাটকের রচয়িতা।

১৩. আল-মুকতাত্বফ (মিসর, ১৯৪৭) পৃ ২৫, এরা যথাক্রমে *ফতহুল আন্দালুস ইলাহুনা বাদাল আল গানিয়াতুল আন্দালুস* এবং *ব্যাহাদাউল গারাম* নাটক রচনা করেন।

১৪. নেভিল বারবার, প্রাগুক্ত।

১৫. *মাজাল্লাতুল মাজমইল লুগাতিল আরাবিয়া*, আল মাসরাহুন্নাসরী, ডঃ মুহাম্মদ মনছুর, (মিসর ১৯৫৯), পৃ ৭০

১৬. মুহাম্মদ তাইমুর, আল-সাসরাহুল মিসর, *সোয়ালাফাত মুহাম্মদ তাইমুর* ৩য় খণ্ড, তারিখ নেই, কায়রো, পৃ ১-২৫৪

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. মুহাম্মদ তাইমুর, *হাইয়াতুনা ত্তামছিলিয়া*, তারিখ নেই (কায়রো), পৃ ৩২৭

১৯. *মাজাল্লাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়া*, (কায়রো), ১৯৫৯, পৃ ৭৩

২০. নেভিল বারবার, প্রাগুক্ত

২১. *আল-হিলাল*, খণ্ড ৩৬, (দারুল হিলাল, মিশর, ১৯২৭), পৃ ২০১

২২. প্রাগুক্ত

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. *মাজাল্লাতু মাজামাইল লুগাতিল আরাবিয়া*, ডঃ মুহাম্মদ মনছুর, আল মাসরাহু নাছরী, (মিশর, ১৯৫৯), পৃ ১০

২৫. *আল মুকতাত্বফ*, ডঃ ইয়াকুব স্বরুফ, (মিশর ১৯৪৭), পৃ ২৬

২৬. *মাজাল্লাতু মাজামাইল লুগাইতিল আরাবিয়া*, ১৯৫৯, মিশর পৃ ২২

২৭. The R ligion of Islam does not permit Muslim women to dance in the presence of men not of their family under any circumstances whatever ... *আল আহরাম*, (২১ আগস্ট, কায়রো, ১৯৩১)

২৮. *আল-আহরাম*, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৩৩, *আস-সাবাহ*, (২৭ জানুয়ারি, কায়রো, ১৯৩৩) পৃ ২০

২৯. নেভিল বারবার, প্রাগুক্ত, *বি,এস,ও এস*, ৮ম খণ্ড (১৯৩৫-৩৭), পৃ ১৭৮

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. প্রাগুক্ত, নাটক তিনটি কথ্য ভাষায় রচিত, ফাতিমা মুহাম্মদ কামিক কর্তৃক রচিত ১৯৩১ খ্রীঃ ইব্রাহীম আল-মাজীনী কর্তৃক প্রকাশিত। গারিয়াতুল মারআ ১৯৩১ খ্রীঃ ইব্রাহীম আল-মাজিনী কর্তৃক প্রকাশিত। সামিরা রশীদ হাফিজ কর্তৃক প্রকাশিত।

৩২. *বি,এস,ও এস*, ৮ম খণ্ড। নাটকটি ১৯৩৩ খ্রীঃ খুরশীদ কর্তৃক রচিত।

৩৩. *বি,এস, ও এস,* ৮ম খণ্ড (১৯৩৫-৩৭)। নাটকটি ১৯২৩ খ্রীঃ কথ্য ভাষায় রচিত হয় এবং ১৯৪০ খ্রীঃ *আল আদাবুল হাই* (কায়রো), পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৩৪. তওফীক আল-হাকীম, *আহলুল কাহফ* (১ম সংস্করণ, মিশর প্রেস, ১৯৪০, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৯৫৩)। সাতজন নিদ্রিত ব্যক্তির কাহিনী। বিবেক বৃদ্ধির সান্ত্বনা ও পরিতৃপ্তির সর্বাধিক উপাদান এ কিসাসায় রয়েছে। বিশ্বে এ কিসসা সর্বাধিক পরিচিত ও সুখ্যাত।

৩৫. সম্রাট ডেনিয়াস গ্রীসের প্রাচীন শহর ফিসামে গিয়ে মূর্তিপূজা প্রথার পুনঃ প্রবর্তনে প্রবৃত্ত হয়। ফলে খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্ট ধর্ম ত্যাগ করে। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের ধর্মে মতে অবিচল থেকে সরকারের অত্যাচার সহ্য করতে প্রস্তুত হয়। এসময় সম্রাটের সম্মুখে সাতজন যুবককে উপস্থিত করা হয়। যাদের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং খ্রীষ্টান ধর্ম দীক্ষিত হওয়ার অভিযোগ আনা হয়। সম্রাট তখন যুবকদের খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করার জন্য কিছু দিনের অবকাশ দান করেন। অতঃপর সম্রাট কিছুদিনের জন্য তাদের ছেড়ে দেন। যুবকগণ শহর ত্যাগ করে এঞ্জিলাশ নামক নিকটবর্তী এক পর্বতগুহায় আত্মগোপন করে থাকতে লাগল। কিছুদিন যেতে না যেতেই সম্রাট এসে যুবকদের উপস্থিত হতে নির্দেশ দিলে তারা ভীষণ ভীত ও চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ তাদের এক দীর্ঘ নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেন। অতঃপর তিনশত সাত বছর পর সম্রাট দ্বিতীয় থিয়ডাসিয়াসের সময় তাদের নিদ্রা ভংগ হয় এবং তাদের একজন লোকালয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর সে আবার গুহায় ফিরে যায় তাদের কোন সন্ধান আর পাওয়া যায়নি। মাওলানা আবদুর রহীম, *আসহাবে কাহাফের কিসসা,* (ঢাকা, ১৯৭৪), সুরায়ে কাহফের তাফসীর।

৩৬. *মাজাল্লাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়া,* প্রাগুক্ত, মিশর, ১৯৫৯, ১৯৫৯, পৃ ২৫

৩৭. ডঃ শওকী যাইফ, *শাওকী শাইরুল আছরিল হাদীস* (দারুল সারিফ, মিশর, ১৯৫৩), গ্রন্থে কবি শওকীর প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা সাত বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ছয়খানা ট্রাজেডী একখানা কমেডি। *আল-মুকত্বাতাফ* (মিশর ১৯৪৭) এ তার ছয়খানা নাটকের উল্লেখ আছে।

৩৮. আহমদ শাওকীবেক, *মজনু লাইলা* (মিশর প্রেস, ১৯৫৩)

৩৯. নেভিল বারবার, প্রাগুক্ত, *বি, এস, ও এস,* ৮ম খণ্ড, ১৯৩৫-৩৭

৪০. ১৯৩২ খ্রীঃ কায়রো থেকে প্রকাশিত।

৪১. *মাজাল্লাতু মাজমাইল আরাবিয়া*।

৪২. আবদুল লতীফ শারাবাহ, *খলিল মাতরান* (বৈরুত, ১৯৬৪) পৃ ২৫-৩০

৪৩. প্রাগুক্ত

৪৪. জামালুদ্দীন, বামাযী, *খলিল মাতরান* (শায়খুল আখতারিল আরাবিয়া, মিশর, তারিখ নাই) পৃ ৫৪-৫৫

৪৫. মুহাম্মদ মনসুর, *মুহাযারাত ফিস শিরি মিশর, বা'দাশ শাওকী* (কায়রো ১৯৫৭), পৃ ৭

৪৬. আবদুল লতীফ শারাবাহ, প্রাগুক্ত, *খলিল মাতরান* ভূমিকা।

৪৭. ডঃ ত্বহা হোসাইন, *মিন শিরিত্তামছীলিন ইউয়ান* (কায়রো, ১৯২০)

৪৮. ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ ৮৭

৪৯. তাওফীকুল হাকীম, *মুহাম্মদ সঃ* মারিফ প্রেস, কায়রো, ১৯৩৬

৫০. তাওফীকুল হাকীম, *উদাতুর রুহ,* নসুজ্জীয়া প্রেস, মিশর, ১৯৫৫)-এর ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে" শাহরখাদ (প্রথম সংস্করণ ১৯৩৩ খ্রীঃ এবং ৩য় সংস্করণ ১৯৫২ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়েছে।